তারিখ 05 FEB 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ ...

আমাদের সময়

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সবার এগিয়ে আসতে হবে

–প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

স্কুলশিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ উদ্বোধন ও প্রাথমিক শিক্ষা পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজ দায়িত্বে নিজ নিজ এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম উন্নত করার জন্য শিশুদের মিড ডে মিল কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। সমাজের সামর্থ্যবান বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক-অভিভাবকরা এগিয়ে এলে আমাদের আর কারও এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৫

শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সবার এগিয়ে আসতে হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) মুখাপেক্ষী হতে হবে না। কারণ আমরা কারও মুখাপেক্ষী হতে চাই না। এক্ষেত্রে সবাই মিলে কাজ করলে আর কারও মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

শেখ হাসিনা বলেন, নিজেদের উদ্যোগেই বাচ্চাদের টিফিন তৈরি করে খাওয়ানো যায়। অতীতে এভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলত। স্কুলে চলমান মিড ডে টিফিনের মানোন্নয়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের সঙ্গে যেন কোনোভাবেই আমাদের শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে। মাদ্রাসা, মসজিদ ও সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কেউ যেন ইসলামের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তিনি বলেন, কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু প্রাইমারি এডুকেশন অর্ডন্যান্স-১৯৭৩ এবং প্রাইমারি স্কুল (টেকিং ওভার) অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর আওতায় ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারিকরণ করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে '৭৫ সালের আগস্ট ট্রাজেডির পর বাকি সুপারিশসমূহ ২১ বছর আলোর মুখ দেখেনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন করেন, অন্যদিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনা করে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে নারীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করেন। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করার ৪০ বছর পর আমি ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি। সেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমরা ঘোষিত পদের চেয়ে ৫ হাজার বাড়িয়ে ১ লাখ ৮ হাজার ২০০ শিক্ষকের চাকরি সরকারি করেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৯৭ দশমিক ৯৪ শতাশ। এ হার শতভাগে উন্নীত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জেটি সরকারের সময়ের ঝরে পড়ার হার ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বর্তমানে আমরা তা ২০ দশমিক ৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি।

তিনি বলেন, দেশে এখন সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। ইনশাল্লাহ অচিরেই আমরা নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আয়োজনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।